মধ্যবিত্ত

বনফুল

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

স্বনামধন্য কথা-শিল্পী

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু
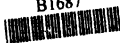
পরিচয়

ফকির বন্দ্যোপাধ্যায়	বাড়ি-ওলা, দ্বিতলে থাকেন, বয়স ৬০, অবসরপ্রাপ্ত কেরাণী
সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়	ফকিরের ভাই, বয়স ৪০, বেকার
নকুল মুখোপাধ্যায়	ভাড়াটে, একতলায় থাকেন, বয়স ৪২, অনবসর কেরাণী
সহদেব মুখোপাধ্যায়	নকুলের ভাই, বয়স ২২, রেডিওর দালালি করেন
পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ	সঙ্গীতজ্ঞ বেকার যুবক, বয়স ৩০, যমুনার বাল্যবন্ধু
শিবাজী	ফকিরের মাথা-খারাপ আশ্রিত আত্মীয়, বয়স ৪০
পিসামহাশয়	নকুলের দূর-সম্পর্কের পিসা, নকুলের আশ্রিত, বয়স ৫০
বিনয়	নকুলের আপিসের সহকর্ম্মী, বয়স ৪০
যমুনা	ফকিরের দ্বিতীয় পক্ষের নিঃসন্তান পত্নী, বয়স ৩০
ললিতা	ফকিরের প্রথম পক্ষের কন্যা, বয়স ২২, অনূঢ়া

মৃণ্ময়ী	নকুলের স্ত্রী (অন্তরালবর্ত্তিনী)
কুঙ্কুম বন্দ্যোপাধ্যায়	দুর্গামণির কন্যা, বয়স ২০, অনূঢ়া
দুর্গামণি	নকুলের বিধবা দিদি, বয়স ৫০
টুনু	নকুলের প্রথমা কন্যা, বয়স ৯
কণু	নকুলের দ্বিতীয়া কন্যা, বয়স ৭

ছোকরা, কুলি, জ্যোতিষী

মধ্যবিত্ত

প্রথম অঙ্ক

একটি প্রশস্ত সেকেলে দালানের অভ্যন্তর। প্রশস্ত কিন্তু জীর্ণ। আয়তন দেখিলে মনে হয় ইহার নির্ম্মাতা দরাজ মেজাজের লোক ছিলেন, বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে সন্দেহ হয় ইহার বর্ত্তমান অধিকারী তাঁহার দরাজ মেজাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। মলিন রং-ওঠা দেওয়াল, স্থানে স্থানে চটাও উঠিয়া গিয়াছে, জানলা কপাটে বহুকাল রং দেওয়া হয় নাই। দেওয়ালের একদাস্থদৃশ্য কুলুঙ্গিগুলি নানাজাতীয় কুদৃশ্য জিনিষে পরিপূর্ণ। দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার হইতে সংগৃহীত গণেশ, মেমসাহেব, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতির ছবি, তা-ও সবগুলি সোজা

করিয়া টাঙানো নাই। একধারে একটা আনলায় নানা আকারের এবং রঙের ময়লা আধময়লা কাপড় অবিন্যস্তভাবে ঝুলিতেছে। দালানের একপ্রান্তে দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির খানিকটা অংশ দেখা যাইতেছে। সিঁড়ির পাশে একটা অন্ধকার গলির মতো রহিয়াছে, দালান হইতে রান্নাঘর অঞ্চলে যাইবার পথ। ইহা ব্যতীত দালানে চারটি দরজা দেখা যাইতেছে, তিনটি শয়নকক্ষের এবং একটি বাহির হইতে ভিতরে আসিবার। দালানের একপাশে একটি তক্তাপোশ রহিয়াছে। তক্তাপোশে বসিয়া নকুল একমনে টাইপ করিতেছেন। দালানের মাঝামাঝি একটি ভাঙা মোড়ায় বসিয়া ফতুয়াপরা পিসামহাশয় খেলো হুঁকায় তামাক টানিতেছেন, একটু দূরে বামে কুঙ্কুম এস্রাজ বাজাইতেছে, একটা ঘরের ভিতর হইতে টুনু রুণুর পড়ার শব্দ পাওয়া যাইতেছে, আর একটা ঘরের ভিতর হইতে মৃন্ময়ীর ব্যথাকাতর করুণ স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। পিসা-

মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া দুর্গামণি তরকারী কুটিতেছেন, একটু দূরে ডাহিনে সতীশ ও সহদেব একটি টেবিলে একটি কাগজে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া মুখোমুখি বসিয়া আছে। সময়, সকাল ন'টা।

পিসামহাশয়। জ্যোতিষের সঙ্গে তা হ'লে গোত্রটোত্র সব মিল ছিল ?

দুর্গামণি। তা ছিল, সে আকারে ইঙ্গিতে আভাসও দিয়েছিল, কিন্তু ওর সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দিলাম না।

পিসামহাশয়। কেন ?

দুর্গামণি। ওর আছে কি, থাকবার মধ্যে আছে একখানা পুরোনো বাড়ি, তাও নাকি আবার বাঁধা আছে শুনলাম।

পিসামহাশয়। তা থাকলেই বা, ছেলেটি তো ভাল, বি, এ, পাশ করেছে, দেখতেও বেশ।

দুর্গামণি। ওসব নিয়ে কি হবে আমার ? একটা চাকরি-বাকরি থাকতো যদি তা হ'লে না হয়—

পিসামহাশয় নীরবে তামাক টানিতে লাগিলেন

সহদেব। (সতীশকে) মাথা নাড়ছেন যে ?

সতীশ। ভুল হবে না, প্রন হবে।

সহদেব। প্রন ?

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উভয়েই চুপ করিল

পিসামহাশয়। সে কথা যদি বল, চাকরিও খুব একটা নির্ভর-যোগ্য জিনিস নয়। আমার ঠাকুরদা বলতেন, ও হল তালপাতার ছাউনি, আজ আছে কাল নেই, বিষয়-আশয় থাকলে তবেই—

দুর্গামণি। বড় মেয়েটার বিষয়-আশয় দেখেই দিয়েছিলাম পিসেমশাই, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আত্মহত্যা করতে হ'ল তাকে। বিষয়-আশয়ের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে, চাকরির তুল্য জিনিস নেই।

পিসামহাশয়। তা হ'লে তোমার পরিতোষই বা কি এমন ভাল, ওরও তো চাকরি-বাকরি কিছু নেই, বেকার বসে আছে।

দুর্গামণি। কিসে আর কিসে! পরিতোর হ'ল এম, এ, পাশ, বনেদী বংশের ছেলে, ওর চাকরি জুটবেই একটা, আর জ্যোতিষ হ'ল গিয়ে একটা বখাটে—

নকুল। (সহসা) কেন বাজে বকবক্ করচিস দিদি, জ্যোতিষ যদি কুস্কুমকে বিয়ে করত বেঁচে যেতিস তুই, মনে মনে হয় তো সিন্নি মেনেছিলি এই জন্যে।

সজোরে টাইপ করিতে লাগিলেন

দুর্গামণি। কি বললি ?

নকুল। জ্যোতিষ যদি কুস্কুমকে বিয়ে করত বেঁচে যেতিস তুই, আমিও বাঁচতাম।

দুর্গামণি। তুই তো বাঁচতিসই, আমরা মা-বেটিতে যদি কলেরা হয়ে মরে যাই তা হ'লে আরও বাঁচিস তুই। কপাল পুড়েছে বলেই পেট-ভাতায় তোর বাড়ি রাঁধুনিগিরি করতে এসেছি, তাই কট কট ক'রে কথা শোনাস তুই রোজ।

নকুল কোন উত্তর দিলেন না

তোরও মেয়ে আছে দুটো, ভগবান যদি বাঁচিয়ে রাখেন বুঝবি একদিন।

নকুল। ওসব ভণ্ডামি সহ্য হয় না আমার।

দুর্গামণি। ফের্ যদি অমন কটকটিয়ে কথা শোনাবি থাক্‌ব না তোর এখানে, অর্জ্জুনের কাছে চলে যাব।

যেখানে গতর খাটাব সেখানেই খেতে পাব দুটি।

নকুল কোন উত্তর দিলেন না। দুর্গামণি ঘস্ করিয়া একটা লাউ কাটিয়া ফেলিলেন। কুঙ্কুমের গৎ ছাড়া কিছুক্ষণ আর কোন শব্দ নাই। পিসামহাশয় হুঁকাটা কোণে ঠেসাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া কুঙ্কুমের কাছে গেলেন

পিসামহাশয়। একেবারে সুরের সুরধুনী বইয়ে দিলি যে দিদি, আহা, চমৎকার!

ঘেঁসিয়া বসিলেন

কুঙ্কুম। এখন বিরক্ত কোরো না দাদু, গৎটা ঠিক ক'রে না রাখলে পরিতোষদা বকবেন।

দুর্গামণি। কি নিঃস্বার্থপর ছেলে ওই পরিতোষ, নিজে দুবেলা এসে এস্রাজটি শিখিয়ে যাচ্ছে, কে ক'রে অমন।

সতীশ। খুব নিঃস্বার্থপর নয় দিদি। আপনি মফঃস্বল থেকে এসেছেন কলকাতার ছেলেদের চেনেন না। বৌদি আস্কারা না দিলে বাড়িতেই ঢুকতে দিতাম না ওসব ছোকরাকে।

নকুল। দিদিও কম আস্কারা দিচ্ছেন না।

দুর্গামণি কোন জবাব দিলেন না

সতীশ। এস্রাজের আমিও কিছু কিছু জানি, আমিই তো শিখিয়ে দিতে পারি দু-চারখানা গৎ ওকে।

নকুল। তোমাকে দিয়ে চলবে না, তুমি যে স্বগোত্র!

পিসামহাশয়ের মুখ একটা অদ্ভুত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দুর্গামণি ইহারও কোন জবাব দিলেন না

পিসামহাশয়। ভয় কি, আমি শেখাব তোকে, আমিও নেহাৎ আনাড়ি নই, বদ্রুদ্দীন মিঞার চেলা আমি, বদরুদ্দীনের চেয়ে বড় সেতারী সেকালে আর ছিল না। (আপন মনে) একদিন ওই বদরুদ্দীন আমাদের বাড়ীতেই থাকত, আহা, কি দিনই গেছে!

সতীশ। (সহদেবকে) ষ্টুপ করছ কেন, স্কুপ হতেই বা ক্ষতি কি!

সহদেব। স্কুপ?

সহদেব অভিধান উলটাইতে লাগিল। মৃন্ময়ীর ব্যথাকাতর শব্দটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল

সতীশ। (কুঙ্কুমকে) 'নি' কোমলটা ঠিক হচ্ছে না কুঙ্কুম, দাও আমাকে।

এস্রাজটা লইয়া 'নি' কোমল দেখাইয়া দিল

সহদেব। উঃ।

সতীশ। কি হ'ল ?

সহদেব। পা দুটো টনটন করছে।

সতীশ। (ঝুঁকিয়া দেখিল) ফুলেছে, একটু লালও হয়েছে দেখছি। অটল কি বলে ?

সহদেব। অটলের ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল, হোমিওপ্যাথিতে কিছু হবে না।

পিসামহাশয়। রোদে রোদে টোটো ক'রে ঘুরে বেড়িয়ে এইটি করেছ তুমি।

সহদেব। না ঘুরলে চলবে কেন, ঘরে বসে বসে ক্যানভাসিং করা যায় না কি ?

পিসামহাশয়। এত অল্পবয়সে কলেজ ছাড়ার কি দরকার ছিল তোমার বাপু, ঠাকুরদা বলতেন বিদ্যাই হল শ্রেষ্ঠ ধন—

সহদেব। পড়ার খরচ দেবে কে ?

নকুলের দিকে একবার তাকাইল।
নকুল একমনে টাইপ করিতেছিলেন,
কথাটা শুনিতে পাইলেন কি-না বোঝা
গেল না।

সতীশ। পড়েই বা হবে কি, আমি তো বি. এ, পাশ করে ঠায় বেকার বসে আছি। ওই যে আমাদের শিবাজী, বি, এ-তে হিষ্ট্রিতে অনার্স পেয়েছিল, বেকার বসে থেকে থেকে পাগল হয়ে গেল শেষটা।

পিসামহাশয়। সত্যিই কি ও পাগল? এদিকে তো বেশ খায় দায় ঘুমোয়।

সতীশ। একজন ডাক্তার দেখে বলেছিলেন ও এক রকম পাগলই, ব্যায়ারামটার নাম হচ্ছে প্যারানইয়া।

পিসামহাশয়। প্যারানইয়া? সে আবার কি?

সতীশ। কি জানি।

সকলেই চুপ করিল। কুঙ্কুমের
এস্রাজ বাজিতে লাগিল। মৃন্ময়ীর
গোঙানিটা আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিল

সতীশ। ললিতার হাত দেখাবার জন্যে দাদা একজন জ্যোতিষীকে ডেকেছেন আজ শুনলাম। আমার হাতটাও দেখাতে হবে তাকে।

দুর্গামণি। কুঙ্কুমের হাতটাও দেখাব।

নকুল। আমি কিন্তু পয়সা টয়সা দিতে পারব না, তা আগে থেকেই বলে দিচ্ছি।

দুর্গামণি। হবে না, হবে না—দিতে হবেনা তোমাকে, ভয় নেই। তুমি নিজের বো'য়ের ব্যবস্থা কর আগে। বউটা কাল থেকে ব্যথা খাচ্ছে, এখনও পর্য্যন্ত একটা ভাল ডাক্তার ডাকতে পারলে না, যা করেন ওই বিনা পয়সার অটলবাবু! কিপ্‌টে কোথাকার!

নকুল। ষাট টাকা মাইনে পাই, ভাল ডাক্তার ডাকব কোথা থেকে! ডেকেই বা কি হবে, পাশের বাড়ির ভদ্রলোক ষোল টাকা ফী-ওলা ডাক্তার ডেকে ডেকে তো জেরবার হয়ে গেলেন, ছেলেটা বাঁচল? তা ছাড়া, পাব কোথা আমি নগদ টাকা?

ঘরের ভিতর গোঙানিটা কমিয়া গেল।

দুর্গামণি। বেশ, যা খুশি কর তোমার।

তরকারীর থালা ও বঁটি লইয়া উঠিলেন এবং নকুলের দিকে একটা অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সিঁড়ির পাশের গলি-পথ দিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন

সতীশ। (সহদেবকে) পকেট নয়, রকেট কর ওটা।

সহদেব। এটা তা হ'লে রাউণ্ড হবে বলছেন ?

সতীশ। পাউণ্ডের চেয়ে রাউণ্ডই তো বেশী লাগ-সই বলে মনে হচ্ছে, অবশ্য সাউণ্ড সকেট—তাও হতে পারে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিল

সহদেব। দাঁড়ান, ডিক্‌শ্‌নারিটা দেখি।

অভিধান উলটাইতে লাগিল। দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়িতে শিবাজীর আবির্ভাব হইল

শিবাজী। (সিঁড়ি হইতে) একটি কপর্দ্দক তাঞ্জোরে পাঠাব না।

নকুল ব্যতীত আর সকলে সেদিকে ফিরিয়া চাহিল

সতীশ। কি বলছ শিবাজী ?

শিবাজী নামিয়া আসিল

শিবাজী। একটি কপর্দ্দক তাঞ্জোরে পাঠাব না, সৈন্যদল গড়ে' তুলতে হবে।

সতীশ। কি করবে সৈন্যদল নিয়ে ?

শিবাজী। টোর্না দুর্গ জয়। টোর্না চাই, যেমন ক'রে হোক।

সতীশ। তার চেয়ে এক কাজ কর না—

শিবাজী। কি ?

সতীশ। ওই থলিটা নিয়ে বাজারটা ঘুরে এস না চট করে' এই নাও ফর্দ্দ।

পকেট হইতে ফর্দ্দ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল

আলু এক সের, বেগুন এক সের, ছাঁচি-কুমড়ো একটা, সিম দু'পয়সার।

শিবাজী। সিম দু'পয়সার! আমি চাই টোর্না, তুমি বলছ সিম আনতে! ধিক, ধিক তোমাকে—

সতীশ। আমি বলি নি, বৌদি বলেছেন।

শিবাজী। বৌদি! বৌদি আবার কে! উনি জিজীবাঈ! জিজীবাঈ বলেছেন? ওঁর আদেশ শিরোধার্য্য দাও—

থলি ও ফর্দ্দ লইয়া প্রস্থান

সহদেব। আজকাল শিবাজীর যেন একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে।

সতীশ। চিরকালই ওই রকম।

আবার দুজনে ক্রসওয়ার্ডে মন দিল।

পিসামহাশয়। (কুঙ্কুমকে) কিসের গৎ ওটা ?

কুঙ্কুম। ভৈরবীর।

পিসামহাশয়। 'নি' কোমল, নয় ?

কুঙ্কুম। রে গা ধা নি চারটেই কোমল।

বাজাইতে লাগিল

সতীশ। (হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া) ঠিক আওয়াজ বেরুচ্ছে না কুঙ্কুম। ছড়টায় ভাল ক'রে রজন দিয়ে নাও। দাও আমি দিয়ে দিচ্ছি।

ছড়ে রজন দিতে লাগিল

পিসামহাশয়। এস্রাজ বাজালেই হয় না দিদি, কানটি ঠিক থাকা চাই।

সতীশ। আপনি সত্যিই এককালে গান বাজনার চর্চ্চা করেছিলেন ?

পিসামহাশয়। খুব। এখন কিন্তু ভুলে গেছি। এই দেখ না ভৈরবীতে চারটে কোমল লাগে আমার একটি মনে আছে শুধু। একটু একটু এখনও মনে আছে বই কি।

গলায় ভৈরবী ভাঁজিবার চেষ্টা করিলেন। কিছুই হইল না।

এস্রাজটা দাও তো দেখি—

সতীশের হাত হইতে এস্রাজ লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন, অত্যন্ত বেসুরা একটা আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল।

কুঙ্কুম। খারাপ হয়ে যাবে, দাও। ললিতাদির এস্রাজ, গৎটা প্র্যাকটিস ক'রে এখুনি দিয়ে আসতে হবে আবার।

সহদেব। আচ্ছা, এটা কি হবে বল তো সতীশদা, ক্লু হচ্ছে a pleasure vessel—আছে এ সি টি।

সতীশ। কই দেখি ?

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দেখিতে লাগিল

ইয়ট্।

হাতঘড়ি দেখিল

সহদেব। ইয়ট্। বানান কি ?

সতীশ। চুলোয় যাক বানান, চল ওঠা যাক।

পিসামহাশয় নাক মুখ কুঁচকাইয়া এস্রাজ বাজাইতে লাগিলেন বেসুরা আওয়াজ ছাড়া অন্য কিছুই বাহির হইল না।

কুঙ্কুম। দাও আমাকে দাও।

পিসামহাশয় এস্রাজ দিলেন। কুঙ্কুম আবার ভৈরবীর গৎ ধরিল

পিসামহাশয়। না, ভুলেই গেছি দেখছি সত্যি সত্যি।

সতীশ। (সহদেবকে) ওঠ, চল বেরুন যাক।

সহদেব। কোথা যাবেন এখন ?

সতীশ। মিত্তিরদের বারান্দায় বসে' রেড়িওটা শোনো যাক চল। আজ ভাল শানাই কনসার্ট আছে একটা।

সহদেব। ওহো ভাল কথা মনে পড়ল, আমাকে এখুনি একবার চাটুজ্যেদের ওখানে যেতে হবে।

সতীশ। শানাই কনসার্টটা শুনে তারপর যেও।

সহদেব। শানাই কনসার্ট শুনে কি হবে ?

সতীশ। ক্রসওয়ার্ড ক'রে যা হচ্ছে তাই হবে, সময় কাটবে খানিকক্ষণ।

সহদেব। ক্রসওয়ার্ড যদি ঠিক লেগে যায়—বারো হাজার টাকা নগদ।

সতীশ। এন্‌ট্রি ফী পাচ্ছ কোথা ?

সহদেব। আপনি দেবেন বললেন যে।

সতীশ। পাগল না কি, আমি পাব কোথা ?

সহদেব। তবে তখন বললেন যে—

সতীশ। ঠাট্টা করছিলুম। আমাকে ঠেঙিয়ে খুন ক'রে ফেললেও একটি আধলা বার করতে পারবে না।

পিসামহাশয়। উঃ, আমি একবার ঠ্যাঙাড়ের হাতে পড়েছিলাম! আমার পালকি আটকেছিল ব্যাটারা।

সতীশ। (সবিস্ময়ে) কবে ?

পিসামহাশয়। ১২৮২ সালে।

সতীশ। তাই না কি ?

পিসামহাশয়। নগদ পাঁচ শো' টাকা দিয়ে তবে নিস্তার পাই, করকরে পাঁচশোটি টাকা।

নকুল এতক্ষণ আপন মনে টাইপ করিতেছিলেন, এই কথায় থামিয়া ঘাড় ফিরাইলেন

নকুল। অনর্গল মিছে কথা বলতে প্রবৃত্তিও হয় আপনার পিসেমশাই! পাঁচ শো' টাকা একসঙ্গে দেখেছেন কখনও জীবনে ?

সহদেব নীরবে দন্তবিকশিত করিয়া হাসিল

পিসামহাশয়। দেখি নি! বলিস কি তুই ? আমাদের পাঁচ শো বিঘে লাখরাজ জমিই ছিল যে, পদ্মায় হু হু

ক'রে ভেঙ্গে গেল তাই, তা না হলে—ছি ছি ক্রমাগত কেরাণীগিরি ক'রে করে' তোর দফা নিকেশ হয়ে গেছে দেখছি।

নকুল পুনরায় টাইপ করিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ীর আর্ত্তস্বরটা হঠাৎ বেশী তীব্র হইয়া উঠিল। নকুল একবার সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন। কুঙ্কুম এস্রাজ রাখিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। পিসামহাশয় উঠিয়া হুঁকাটা তুলিয়া পুনরায় টানিতে লাগিলেন

সহদেব। (সতীশকে) আপনাকে ঠেঙালে এক আধলা বেরুবে না মানে? এই সেদিন তো ক্রসওয়ার্ড থেকেই আট টাকা পাঁচ আনা পেলেন, সেটা কি হ'ল?

সতীশ। সেটা রেখে দিয়েছি, খরচ করব না।

সহদেব। কেন?

সতীশ। দাদা-বৌদির কাছে সিগারেট-সিনেমার খরচ আর কাঁহাতক চাওয়া যায়! নিজের কাছে কিছু থাকা ভাল।

পিসামহাশয় পুনরায় হুঁকা রাখিয়া দিলেন এবং এস্রাজটা তুলিয়া

ভৈরবী বাজাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ীর গোঙানিটা বাড়িতে লাগিল

নকুল। সহদেব, অটলবাবুকে আর একবার দেখ্ না।

সহদেব। অটলবাবু দশটার আগে আসতে পারবেন না বলেছেন।

সতীশ। অটল টলবার লোক নয়।

হঠাৎ শিবাজীর প্রবেশ

শিবাজী। ভেবে দেখলাম ভুল করেছি। জিজীবাঈ আমাকে আদেশ করেন নি, করেছেন তোমাকে, সে আদেশ পালন করবার আমার কোন অধিকার নেই—এই নাও।

থলি ও ফর্দ্দ টেবিলে রাখিল

সতীশ। তুমি শিবাজী না ঘোড়ার ডিম! বাজার করতে পার না, টৌর্না দুর্গ জয় করবে!

শিবাজী। টাকা দাও এক্ষুণি জয় করে' দিচ্ছি।

সতীশ। টাকা? টাকা নিয়ে কি হবে?

শিবাজী। সৈন্যদল গঠন করতে হবে, বিনা পয়সায় সৈন্যদল গঠন করা যায় না। (সহসা) তাঞ্জোরে এক কপর্দ্দক পাঠানো চলবে না। টৌর্না, টৌর্না, টৌর্না—

সিঁড়ি দিয়া সবেগে উপরে উঠিয়া গেল

পিসামহাশয়। মাথা খারাপ লোক—ওকে বেশী ক্ষেপিও না, কি করতে কি ক'রে বসবে।

সতীশ। সহদেব, চল শানাইটা শুনে ওইদিক থেকে বাজারটা সেরে আসা যাবে!

নকুল। সহদেব, এখন বেরিও না, আমার আপিসের সময় হ'ল, অটলবাবু আসবেন, বাড়িতে একজন থাকা দরকার।

সহদেব। আমাকে কিন্তু একবার বেরুতেই হবে।

নকুল। কেন ?

সহদেব। জীবন চাটুজ্যেরা একটা রেডিও কিনবে বলেছে, সেটার ট্রায়াল নেবে তারা এক্ষুণি।

নকুল। তবে যাও।

সতীশ। জীবন চাটুজ্যেরা নিচ্ছে না কি রেডিও ?

সহদেব। হ্যাঁ, ব্যাটারি সেট নেবে বলেছে একটা।

সতীশ। কাঁচা পয়সা দুহাতে পিটছে, নেবে না কেন বল বাবা! ব্যাটারি সেট কেন, ওদের বাড়িতে তো ইলেকট্রিসিটি আছে।

সহদেব। ব্যাটারি সেটে বাজে আওয়াজ কম হয়।

সতীশ। চল তা হ'লে।

নকুল। বেশী দেরি কোরো না।

সতীশ। আমরা এক্ষুণি ঘুরে আসছি।

সতীশ ও সহদেব চলিয়া গেল। পিসামহাশয় এস্রাজটায় কিছুতেই ঠিক সুর বাহির করিতে না পারিয়া অবশেষে সেটা রাখিয়া দিলেন। নকুল টাইপ রাইটারে নূতন কাগজ ও কার্ব্বন পেপার পরাইতে লাগিলেন

পিসামহাশয়। ধাঁ ক'রে তুমি আমাকে মিথ্যেবাদী বলে ফেললে হে! তুমি! তুমি কি জাননা আমার প্রপিতামহর ঠাকুর্দা আলিবর্দ্দি খাঁর—

নকুল। দোহাই আপনার, চুপ করুন।

কুঙ্কুম ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

কুঙ্কুম। মামীমার কোমরটা বড্ড কনকন করছে, একটু গরম তেল দিয়ে মালিশ ক'রে দেব?

নকুল। দে।

পিসামহাশয়। যাই কর, ও ঘিনঘিনে ব্যথা ভোগাবে এখন, আমার জানা আছে; (কিছুক্ষণ পরে) আমার বড় শালীর হয়েছিল একবার, স্বয়ং কেদার দাস এসে কিছু করতে পারে নি, শেষটা কি একটা গাছের শিকড় মাথার চুলে বেঁধে দিতে ভালয়

ভালয় হয়ে গেল। আহা, কি যেন গাছটা, ভাল, ভুলে যাচ্ছি, আপাং বোধ হয়।

নকুলের প্রতি আড়চোখে চাহিলেন নকুল কোন উত্তর না দিয়া টাইপ করিতে লাগিলেন। পিসামহাশয় এস্রাজটা তুলিয়া লইয়া পুনরায় বাজাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ীর আর্ত্ত রবটা হঠাৎ তীব্রতর হইয়া উঠিল

নকুল। (ঘরের দিকে চাহিয়া ধমকের স্বরে) চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে লাভ কি, ওতে কি ব্যথা কমবে?

মৃন্ময়ী চুপ করিল। নকুল টাইপ-রাইটারে মন দিলেন

নকুল। (সহসা পিসামহাশয়কে) আপনি একবার অটল ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন?

পিসামহাশয়। বল—যাচ্ছি।

নকুল। যান একবার।

পিসামহাশয়। বেশ, (অর্দ্ধ স্বগত) চাকরেরও বেহদ্দ ক'রে তুলেছে।

নকুল। কি বললেন?

পিসামহাশয়। কিছু না।

বাহির হইয়া গেলেন। নকুল দ্বারের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় টাইপ করিতে লাগিলেন। টুনু আসিয়া প্রবেশ করিল। হাতে একখানা বই

টুনু। বাবা।

নকুল ফিরিয়া চাহিল

টুনু। ফ্রাইটফুল মানে কি।

নকুল। ভয়ঙ্কর।

টুনু। হোয়েন্স, মানে—

নকুল। যেথান হইতে।

টুনু। ডাউন রাইট ?

নকুল। এখন বিরক্ত কোরো না টুনু, ব্যস্ত আছি দেখছ না।

টুনু। তুমি আমাকে একটা ইংরিজি থেকে বাংলা ডিক্‌শ্‌নারি কিনে দাও বাবা, আমাদের ক্লাসের মণিকা কিনেছে।

নকুল। ডিক্‌শ্‌নারি দেখতে জান তুমি ?

টুনু। (সগর্ব্বে) হ্যাঁ।

নকুল টাইপ করিতে লাগিলেন

টুনু। আজ আপিস থেকে ফেরবার সময় একটা কিনে এনো, কেমন ?

নকুল। আচ্ছা।

টুনু। এবার পূজোর কাপড় চোপড় এখনও কিনলে না বাবা ?

নকুল। আজ কিনব।

টুনু। আমাকে কিন্তু চাঁপা রঙের সিল্কের শাড়ি কিনে দেবে বলেছিলে মনে আছে তো ?

নকুল। আছে।

টুনু। রুণুর জন্যে বরং ফুল দেওয়া একটা ফ্রক এনো, কেমন ?

নকুল। আচ্ছা।

ঘরের ভিতর হইতে আবার একটু একটু গোঙানির শব্দ আসিতে লাগিল

টুনু। মায়ের কি হয়েছে বাবা ?

নকুল। মায়ের পেট ব্যথা করছে, যাও মায়ের কাছে একটু বস গিয়ে।

টুনু। বাবা, পিসিমা কি বলছিল জান ; বলছিল আমাদের ভাই হবে, সত্যি বাবা ?

নকুল। বিরক্ত কোরো না টুনু, যাও।

টুম্নু চলিয়া গেল। রুনু দ্বারপ্রান্তে উঁকি দিল এবং তাহার পর আসিয়া প্রবেশ করিল

রুণু। বাবা!

নকুল। তোমার কি আবার?

রুণু। দিদির জন্যে যদি ডিক্‌শ্‌নারি আন, তা হ'লে আমার জন্যে একটা দ্বিতীয় ভাগ কিনো এনো বাবা।

নকুল। তোমার তো দ্বিতীয় ভাগ আছে।

রুণু! ওটা তো দিদির পুরোনোটা, কিচ্ছু পড়া যায় না, পাতাগুলো মুড়ে মুড়ে ছিঁড়ে গেছে।

নকুল। আচ্ছা আনব।

রুণু। আর আমার জন্যেও শাড়ি এনো, আমার ফুলফুল ফ্রক চাই না।

নকুল। আচ্ছা।

রুণু। (চুপি চুপি) মায়ের কি হয়েছে বাবা?

নকুল। অসুখ করেছে।

রুণু। কি অসুখ বাবা?

নকুল। আমি এখন কাজ করছি রুণু, গোলমাল কোরো না, যাও।

রুণু। মায়ের কাছে যাব?

নকুল। যাও।

টুনু বাহির হইয়া আসিল

টুনু। কুঙ্কুমদি ওঘরে থাকতে মানা করছে। মায়ের কি হয়েছে বাবা, মা কাঁদছে।

নকুল। (ধমকাইয়া) যাও এখান থেকে।

টুনু ও রুনু সভয়ে ঘরে ঢুকিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া ফকির নামিয়া আসিলেন। পাকা গোঁফ, ছিমছাম পোষাকপরা, হাতে সৌখিন ছড়ি

ফকির। টাইপ রাইটার কোত্থেকে পেলে হে?

নকুল। যতীনবাবুর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।

ফকির। কেন, হঠাৎ?

নকুল। আর বলবেন না, মহা মুশকিলে পড়েছি।

ফকির। কি হল?

নকুল। আমাদের আপিসে না কি রিট্রেঞ্চমেণ্ট হবে; এক ব্যাটা নতুন সায়েব এসেছে, সে প্রত্যেকের খুঁত ধরে বেড়াচ্ছে। আমার কাছে এক লম্বা explanation তলব করেছে, তারই জবাব দিচ্ছি।

ফকির। কেন, অপরাধ?

নকুল। অপরাধ একটু আছে, তাড়াতাড়িতে একদিন আপিসের টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারি নি, কাজও কিছু কিছু এরিয়ার পড়েছে, লেট হয়েছি কদিন—

ফকির। ফ্যাঁসাদে পড়েছ তা হ'লে বল! আমি আজ তোমার কাছে ভাড়াটা চাইব মনে করছিলাম, ঐ এক আচ্ছা খবর শোনালে তুমি। ভাড়া তোমার ছ মাসের জমে গেছে, খেয়াল রেখো সেটা কিন্তু।

নকুল। সে আমার খুব খেয়াল আছে, এইবার আস্তে আস্তে দিয়ে দেব। আপনি বেরুচ্ছেন?

ফকির। মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীটে একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছি, দেখি যদি গাঁথতে পারি। ছেলেটি এবার ডাক্তারি পাশ করেছে, বংশও ভাল। চেষ্টা তো করছি অনেক দিন থেকে, কিন্তু ফুল না ফুটলে তো হবার জো-টি নেই, আজ একজন জ্যোতিষীকে আসতে বলেছি, দেখি সে কি বলে।

ঘরের ভিতর হইতে মৃন্ময়ীর ক্রন্দন শোনা গেল।

ফকির। ও কি?

নকুল। ব্যথা ধরেছে।

ফকির। তাই না কি, কখন থেকে?

নকুল। কাল রাত থেকেই একটু খুঁটরেছে, সকাল থেকে একটু বেশী বেশী মনে হচ্ছে।

ফকির। বাঃ, তুমি আমাদের তো ঘুণাক্ষরে কিছু জানাও নি। দাই টাই সব ঠিক আছে তো?

নকুল। সব ঠিক আছে, খবর পাঠিয়েছি; অটলবাবুকেও খবর দিয়েছি।

ফকির। দাঁড়াও ওঁকে ডেকে দি, উনি এসব বিষয়ে একজন এক্‌স্‌পার্ট।

নকুল। থাক বৌদিকে আর এখন থেকে ব্যস্ত করবেন না, দরকার হলে তো ডাকতেই হবে।

ফকির। না, না, সে কি কথা, এসব ব্যাপারে নো ফর্মালিটি (সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে) ওগো শুনচ!

উঠিয়া গেলেন। ক্রন্দনটা বাড়িয়া উঠিল। নকুল তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের ভিতর গিয়া ঢুকিলেন। বাহিরের দ্বার দিয়া গুন গুন করিয়া গান গাহিতে

গাহিতে পরিতোষ আসিয়া প্রবেশ করিল। সুদর্শন সুবেশ যুবক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গলি দিয়া দুর্গামণিও প্রবেশ করিলেন।

দুর্গামণি। (সহাস্যে) পরিতোষ এসেছ, বস বাবা বস, কুঙ্কুম কোথা গেলি, একটু চা ক'রে এনে দি বাবা?

পরিতোষ। চা? এখুনি তো এক পেয়ালা খেয়ে এলাম চন্দনাদের বাড়ি; বেশ, দিন আর এক পেয়ালা।

দুর্গামণি। হ্যাঁ এই যে দি। কুঙ্কুম কোথা গেলি?

নকুল। (ঘরের ভিতর হইতে) কুঙ্কুম, তুই যা!

দুর্গামণি। চা-টা আনি তা হ'লে—

শশব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

সিঁড়ি দিয়া যমুনা নামিয়া আসিলেন

যমুনা। এই যে পরিতোষ এসে গেছ, তোমার কথাই ভাবছিলাম এখুনি।

পরিতোষ। কেন?

যমুনা। ললিতা তোমার গানের কি দুর্দ্দশা করেছে, দেখ গে যাও ওপরে।

পরিতোষ। কোন্ গান্টা, ওকে তো দুটো শিখিয়েছি।

যমুনা। পরশু যেটা শিখিয়ে গেলে—আজিকে সাকী, প্রাণের পাখী—(মুচকি হাসিলেন)

পরিতোষ। কেন, কি হল ?

যমুনা। (হাসিয়া) অন্তরাটা কিছুতেই হচ্ছে না, গাইতে গেলেই গলাটা কেঁপে যাচ্ছে (ফিক করিয়া হাসিলেন) যাও, তুমি ওপরে যাও।

পরিতোষ। কুঙ্কুম কোথা ?

নকুল। (ঘরের ভিতর হইতে ধমকের স্বরে) কুঙ্কুম, তুই যা না।

কুঙ্কুম বাহির হইয়া আসিল

যমুনা। কুঙ্কুমের আজ বোধ হয় এস্রাজ শেখবার ফুরসত হবে না। ওর মামীর আবার এ দিকে—

হাসিলেন

পরিতোষ। তাই না কি, তা হলে তো—

যমুনা। যাও, তুমি ওপরে যাও।

পরিতোষ উপরে চলিয়া গেল

যমুনা। আয় কুঙ্কুম, আমরা দেখি এ দিকের খবর কতদূর।

কুঙ্কুমকে লইয়া মৃন্ময়ীর ঘরে ঢুকিলেন। নকুল বাহির হইয়া আসিয়া পুনরায় টাইপ করিতে লাগিলেন।

একটু পরে যমুনা নাক মুখ কুঁচকাইয়া একটা ময়লা কাঁথা ও তেল চিট্‌চিটে বালিশ লইয়া বাহির হইলেন

যমুনা। এগুলো কোথা রাখি বলুন ঠাকুর পো ?

নকুল। যেখানে ছিল থাক না, বার করছেন কেন ?

যমুনা। এ সব ময়লা জিনিস ও ঘরে থাকলে কেস সেপ্‌টিক্ হয়ে যাবে যে ! আঁতুড় ঘরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জিনিস দিতে হয়।

নকুল কিছু না বলিয়া টাইপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। যমুনা বালিশ ও কাঁথা লইয়া পাশের ঘরে ঢুকিলেন। মৃন্ময়ীর গোঙানিটা হঠাৎ খুব বাড়িয়া উঠিল, নকুল তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেলেন। সিঁড়ি দিয়া ফকিরবাবু নামিলেন, পাশের ঘর হইতে যমুনাও বাহির হইয়া আসিলেন

যমুনা। তুমি যাচ্ছ না কি ?

ফকির। হ্যাঁ, ঘুরে আসি।

যমুনা। বৃথা যাচ্ছ, ওখানে হবে না. তার চেয়ে পরিতোষকেই পাকড়াও ভাল করে'।

ফকির। ওকে বলেছি একদিন, ও হাঁ না কিছুই বলে না।

যমুনা। দিন কতক ললিতার সঙ্গে মিশুক।

হাসিলেন

ফকির। তোমার পরামর্শ মতো আমি মিশতে দিয়েছি বটে, কিন্তু সত্যি বলছি আমার আত্মসম্মানে ঘা লাগে। আমরা বড় বংশের ছেলে, মানে—তাছাড়া পরিতোষই বা পাত্র হিসাবে কি এমন—

যমুনা। শুধু ভাল পাত্র খুঁজলেই তো হবে না (ক্ষণকাল চুপ করিয়া) সম্বলের মধ্যে তো এই বাড়িটি (নিম্নকণ্ঠে) তা-ও যা ভাড়াটে জুটেছে—

ফকির। চুপ চুপ, শুনতে পাবে।

যমুনা। পরিতোষ যদি রাজি হয়, পণ লাগবে না একটি পয়সা। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু, সে জোর আমার আছে।

ফকির। তবু ও পাত্রটির জন্যে চেষ্টা করি একটু। পাত্রটি বড় ভাল, মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছে, ইয়া বুকের ছাতি, টক্‌টক্ করছে রং—

যমুনা। যাও তা হ'লে, বেশী বেলা কোরো না যেন;

পিত্তি পড়িয়ে খেলে তোমার আবার আমবাত বেরোয়।

ফকির। না, বেলা করব না।

চলিয়া গেলেন

যমুনা। ওই তো রূপের ধুচুনি মেয়ে, তার জন্যে রাজপুত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন! সতীনের কাঁটা গলা থেকে নাব্‌লে বাঁচি।

ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। ললিতা নামিয়া আসিয়া এস্রাজটা লইয়া গেল। একটু পরে পরিতোষ ও ললিতার যুগ্মকণ্ঠে গান শোনা গেল

আজিকে সাকী মনের পাখী
আকাশ পানে মেলেছে ডানা
আপনহারা সুরের ধারা
মানে না বাধা মানে না মানা।

চায়ের পেয়ালা লইয়া দুর্গামণি প্রবেশ করিলেন

দুর্গামণি। পরিতোষ কোথা গেল?

উৎকর্ণ হইয়া গান শুনিলেন

দুর্গামণি। (কঠিন কণ্ঠে) কুঙ্কুম!

কুঙ্কুম বাহির হইয়া আসিল

কুঙ্কুম। কি মা?

দুর্গামণি। কি করছিস?

কুঙ্কুম। মামীমার কোমরে তেল মালিশ করে দিচ্ছি।

দুর্গামণি। (চাপা তর্জ্জন করিয়া) মামীমার কোমরে তেল মালিশ করলেই তুই উদ্ধার হবি, না? যা পরিতোষকে চা দিয়ে আয় ওপরে। কি হাঁদা মেয়ে বাবা!

কুঙ্কুম চা লইয়া উপরে চলিয়া গেল

এত লোকের মরণ হয় আমার মরণ হয় না। উঃ কি কপাল নিয়েই জন্মেছিলাম।

গলি-পথে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। গোঙানিটা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। তর্ক করিতে করিতে সতীশ ও সহদেব প্রবেশ করিল। সতীশের হাতে তরকারীপূর্ণ বাজারের থলি

সহদেব। আপনি কি বলতে চান—ফুঁয়ের জোর যার যতো সেই ততো বড় বাজিয়ে?

সতীশ। আরে কি মুশকিল, ফুঁয়ের জোর না থাকলে শানাই বাজানই যায় না যে, কাগজ কলম না থাকলে যেমন লেখা যায় না।

সহদেব। যাই বলুন আপনার নাজির খাঁর চেয়ে আমাদের ন্যাপলা ঢের ভাল বাজায়, চমৎকার শ্রুতিমধুর—

সতীশ। ভাল গান বাজনা বুঝতে গেলে শ্রুতিকে শিক্ষিত করতে হয় তবে মধুর লাগে। বীথোফেন শুনেছ কখনও? হঠাৎ শুনলে মনে হবে কতকগুলো যন্ত্র বেস্থরো চীৎকার করছে।

পরিতোষ ও ললিতা পুনরায় গান ধরিল

স্থদূর দূরে অসীম দূরে
চলেছি ভেসে প্রাণের স্থরে
অলখ পথে অচিন পুরে
অজানা হল পরম জানা
আজিকে সাকী মনের পাখী
আকাশ পানে মেলেছে ডানা।

সতীশ। আবার সেই রাসকেলটা এসেছে।

সহদেব। পরিতোষবাবু, নয়? ওঁকে জিগ্যেস করলে হয় সকেট হবে, না রকেট হবে, হাজার হোক লোকটা এম, এ. পাশ।

সতীশ। ইচ্ছে হয় জিগ্যেস কর গে যাও, আমি চললাম, আমার ভাল লাগে না এসব।

বাহির হইয়া গেল

সহদেব। কি মুশকিল! (একটু ইতস্ততের পর) আমি যাই জিগ্যেস করেই আসি।

উপরে উঠিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে শিবাজী নামিয়া আসিল

শিবাজী। টোর্না দুর্গ এখনও বিজাপুররাজের করতলগত আর এঁরা গান গাইছেন! একটি কপর্দ্দক তাঞ্জোরে পাঠাব না আমি—

ঘরের ভিতর হইতে মৃন্ময়ীর ক্রন্দন শোনা গেল। শিবাজী কান পাতিয়া শুনিল

শিবাজী। কে কাঁদছে? ভারতমাতা? সৈন্যদল গঠন করতে হবে, সৈন্য দল, সৈন্য দল, টোর্না চাই, টোর্না—

সবেগে বাহির হইয়া গেল। পরিশ্রান্ত কলেবর পিসামহাশয় আসিয়া প্রবেশ করিলেন

পিসামহাশয়। শুধু শুধু এতটা পথ হাঁটিয়ে মারলে আমাকে। (ঘাম মুছিলেন) আহ্নিকটা পর্য্যন্ত করা হয় নি এখনও আজ। আরে বাপু, পয়সা না দিলে কখনও ডাক্তার আসে?

নকুল বাহির হইয়া আসিলেন

নকুল। অটলবাবু কি বললেন ?

পিসামহাশয়। তিনি এখন আসতে পারবেন না, ঘণ্টা দুই পরে আসবেন। এক ডোজ ওষুধ দিলেন, বললেন ওতেই কাজ হবে।

নকুল। ওষুধ ? কি ওষুধ ?

পিসামহাশয়। অটল ডাক্তার আবার কি ওষুধ দেবে, হোমিও-প্যাথিক ওষুধ। বললে, আপনাদের হোমিও-প্যাথিতে যদি বিশ্বাস থাকে তাড়াহুড়ো করলে চলবে না, ধীরে ধীরে ওষুধের কাজ হবে !

নকুল। কই, দিন।

পিসামহাশয়। হোমিওপ্যাথিতে তা হ'লে বিশ্বাস আছে তোমার ?

নকুল। কোন প্যাথিতেই বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস আছে দুটি জিনিসে, একটি অজানা তার নাম অদৃষ্ট, আর একটি জানা তার নাম দারিদ্র্য। কই, দিন কি এনেছেন।

উপরে গানটা সহসা থামিয়া গেল; কলকণ্ঠের হাসি শোনা গেল। পিসা-মহাশয় ঔষধের পুরিয়া দিলেন। পুরিয়া লইয়া নকুল ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তিলক-কণ্ঠী-নামাবলীধারী জ্যোতিষী আসিয়া প্রবেশ করিল

জ্যোতিষী। এইটেই কি ফকিরবাবুর বাড়ি ?

পিসামহাশয়। হ্যাঁ, কি চান আপনি ?

জ্যোতিষী। আমি জ্যোতিষী, ফকিরবাবু আমাকে আসতে বলেছিলেন আজ।

পিসামহাশয়। ও হ্যঁা হ্যঁা, আপনার আসবার কথা শুনেছিলাম বটে। আসুন, চলুন ওপরে চলুন।

উভয়ে উপরে চলিয়া গেলেন। ষ্টেজে কেহ রহিল না; কেবল মৃন্ময়ীর আর্ত্ত ক্রন্দনটা ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য পূর্ব্ববৎ। সময় সেই দিনই সন্ধ্যার পর। কুঙ্কুম একা বসিয়া লণ্ঠনের আলোয় নিবিষ্টচিত্তে একখানি বই পড়িতেছে। দালানে আর কেহ নাই। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। পরিতোষ সন্তর্পণে আসিয়া প্রবেশ করিল

কুঙ্কুম। আসুন।

উঠিয়া দাঁড়াইল

পরিতোষ। তুমি একাই রয়েছ দেখছি।

কুঙ্কুম। মা রান্নাঘরে আছেন, বসুন ডেকে দি।

পরিতোষ। মাকে ডাকবার দরকার নেই। বস তুমি।

উভয়েই বসিল

পরিতোষ। হাসপাতাল থেকে কোন খবর এসেছে?

কুঙ্কুম। না, কেউ তো এখনও ফেরেন নি।

পরিতোষ। অবস্থা খুব খারাপ নাকি?

কুঙ্কুম। ডাক্তারবাবু তাই তো বললেন।

পরিতোষ। অটলবাবু এসেছিলেন?

কুঙ্কুম। অটলবাবু আসেন নি, সতীশদা অন্য একজন বড় ডাক্তার এনেছিলেন।

পরিতোষ। কখন ?

কুঙ্কুম। বড় মামা আপিস চলে যাওয়ার পর।

পরিতোষ। নকুলবাবু তা হলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দেখে যান নি ?

কুঙ্কুম। না।

পরিতোষ। সতীশবাবু কোন্ ডাক্তার এনেছিলেন ?

কুঙ্কুম। নাম জানি না।

পরিতোষ। (হাসিয়া) বড ডাক্তার জানলে কি করে ?

কুঙ্কুম। আট টাকা ফী যখন, তখন নিশ্চয়ই বড় ডাক্তার।

পরিতোষ। ফী-টা দিলে কে, নকুলবাবুর কাছে তো টাকা ছিল না, তিনি আমার কাছে ধার চাইছিলেন।

কুঙ্কুম। ফী সতীশদাই দিলেন।

পরিতোষ। ধার ?

কুঙ্কুম। জানি না।

উঠিয়া দাঁড়াইল

পরিতোষ। উঠছ কেন ?

কুঙ্কুম। যাই মাকে ডেকে আনি।

পরিতোষ। তার চেয়ে এস্রাজটা আন, ভৈরবীটা শোনা যাক,

ওবেলা তো গোলমালে শোনাই হল না, এখন একটু ফাঁক আছে।

কুঙ্কুম। আমি আর এস্রাজ শিখব না।

পরিতোষ। (সবিস্ময়ে) কেন ?

কুঙ্কুম। যা শিখেছি তাতেই চলবে।

পরিতোষ। চলবে মানে ?

কুঙ্কুম। আমাকে যখন দেখতে আসবে তখন যা শিখেছি তাতেই মুগ্ধ করতে পারব বরপক্ষের লোকেদের।

পরিতোষ। বরপক্ষের লোকদের মুগ্ধ করবার জন্যেই বাজনা শিখছ নাকি ?

কুঙ্কুম। তাছাড়া আর কি, আমাদের জীবনে গান বাজনার আর কি মানে আছে ? মামীমাও বিয়ের আগে অনেক রকম বাজনা শিখেছিলেন শুনেছি, কিন্তু বিয়ের পর একদিনও বাজাতে শুনি নি।

পরিতোষ। আহা, সবাই যে তোমার মামীমার মতো হবে তার কি মানে আছে ? তুমি ইচ্ছে করলে—

কুঙ্কুম। আমার অবস্থা আরও খারাপ, আমি মামাদের আশ্রিত। মামীমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার লোক জুটেছে, আমি অসুখে পড়লে হয়তো তা-ও জুটবে না।

চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল

পরিতোষ। শোন শোন, কুঙ্কুম তোমার অমন চমৎকার মিষ্টি হাত, আমি বলছি, তুমি যদি ভাল করে শেখ—

কুঙ্কুম ঘুরিয়া দাঁড়াইল

কুঙ্কুম। একটা কথা জিগ্যেস করব, যদি কিছু মনে না করেন—

পরিতোষ। কর।

কুঙ্কুম। আপনি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছেন?

পরিতোষ। বিয়ে!

কুঙ্কুম। হঁ্যা বিয়ে।

পরিতোষ। হঠাৎ এ কথা বলবার মানে?

কুঙ্কুম। মানে, তা হলেই আমি আপনার কাছে এস্রাজ শিখতে পারি, ভৈরবী কানাড়া বেহাগ মালকোষ যা শেখাবেন তাই শিখব, আর তা যদি না থাকেন তা হলে এসব শেখাশিখির কোন অর্থ হয় না।

পরিতোষ। (হাসিয়া) আমাকে পছন্দ হয় তোমার?

কুঙ্কুম। আমার আবার পছন্দ অপছন্দ কি?

পরিতোষ। পছন্দ অপছন্দ নেই?

কুঙ্কুম। থাকলেও কোন মূল্য নেই, সুতরাং বলা বৃথা।

পরিতোষ। তবু বল না শুনি?

কুঙ্কুম ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিল

কুঙ্কুম। আপনাকে আমার একটুও পছন্দ হয় না, কিন্তু তবু আপনাকে বিয়ে করতে আমার এতটুকু আপত্তি নেই।

পরিতোষ। কেন?

কুঙ্কুম। মায়ের আর মামার দুর্ভাবনা ঘোচাবার জন্যে। রাজি আছেন?

সোৎসুকে চাহিয়া রহিল। পরিতোষ নীরব

কুঙ্কুম। বলুন, রাজি আছেন?

পরিতোষ। বিয়ে করবার ইচ্ছে থাকলেও সামর্থ্য নেই যে।

কুঙ্কুম। শুনলাম কোন্ কলেজে প্রফেসারি পাবেন নাকি?

পরিতোষ। এখন তার কোথায় কি, দরখাস্ত করেছি মাত্র; (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) সত্যি আমার সামর্থ্য নেই।

কুঙ্কুম। সামর্থ্য নেই যদি, তা হলে আপনার সরে থাকাই উচিত আমাদের মতো মেয়ের কাছ থেকে; আমাদের সঙ্গে মিশে শুধু শুধু আমাদের উৎসুক ক'রে তোলেন কেন মিছিমিছি?

পরিতোষ। উৎসুক ক'রে তুলি মানে? আমি তো—

সিঁড়িতে ললিতাকে দেখা গেল

ললিতা। পরিতোষবাবু কতক্ষণ এসেছেন ? কুঙ্কুমকে এস্রাজ শেখাচ্ছেন নাকি ?

কুঙ্কুম। আমি যাই।

গলি দিয়া রান্নাঘর অভিমুখে চলিয়া গেল। ললিতা নামিয়া আসিল

ললিতা। কুঙ্কুম চ'লে গেল কেন ? আমি আসাতে বাধা পড়ল ?

মুচকি হাসিল

পরিতোষ। ও রান্নাঘরে গেল।

ললিতা। চা আনতে ?

পরিতোষ। না, চা আনতে তো বলি নি। তোমার গানটা এবার ঠিক হয়েছে ?

ললিতা। (হাসিয়া যেন ঢলিয়া পড়িল) না, এখনও হয় নি।

পরিতোষ। এখনও হয় নি ? তোমাকে নিয়ে বিপদে পড়লাম তো ! মা কোথা ?

ললিতা। মা ঘুমুচ্ছেন।

পরিতোষ। এমন অসময়ে ঘুম ?

ললিতা। মায়ের যে ফিট্ হয়ে গিয়েছিল। মাথায় বরফ জলটল দিয়ে এই সবে সুস্থ হয়েছেন একটু।

পরিতোষ। ফিট ? কেন ?

ললিতা। টুনুর মায়ের ব্যাপার দেখে ! উঃ সে কি রক্ত।

পরিতোষ। তাই নাকি?

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিল

পরিতোষ। টুনু রুনু কোথা, তারাও হাসপাতালে গেছে নাকি?

ললিতা। কাকা তাদের নিয়ে গেছে।

পরিতোষ। কোথায়?

ললিতা। গোয়াবাগানে তাদের দূর-সম্পর্কের এক মাসী আছে সেইখানে।

পরিতোষ। ভারী মুশকিলে পড়েছেন তো নকুলবাবু।

ললিতা। সত্যি।

পরিতোষ। ফকিরবাবু কোথা?

ললিতা। বাবাই তো হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। নকুল-বাবু আপিসে, সহদেববাবু দুপুরে সেই যে বেরিয়েছেন এখনও ফেরেন নি, বাবাকেই যেতে হল শেষ পর্য্যন্ত। পিসে মশাইও গেছেন অবশ্য। (মুচকি হাসিল)

পরিতোষ। পিসেমশাই লোকটি বেশ, তোমাদের শিবাজীটিও বেশ, কোথায় সে?

ললিতা। কি জানি কোথায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, সে তো বাড়িতে প্রায়ই থাকে না। (সহসা) ওমা আপনার গালের ব্রণটা বেশ লাল হয়ে উঠেছে

যে! টিপেছিলেন বুঝি? সকালে মানা করলাম অত ক'রে, দাঁড়ান একটু জাম্বাক নিয়ে আসি।

উপরে উঠিয়া গেল। বাহিরের দ্বারদেশে একটি কুলি সমভিব্যাহারে একটি ছোকরা প্রবেশ করিল

ছোকরা। এখানে নকুলবাবু থাকেন?

পরিতোষ। হ্যাঁ, কি চান?

ছোকরা। তিনি আপিস যাবার সময় সর্ব্বমঙ্গলা ষ্টোরস থেকে এই জিনিসগুলো পছন্দ ক'রে কিনে রেখে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন এই ঠিকানায় পৌঁছে দিতে।

পরিতোষ। বেশ, রেখে যান।

কুলি ভিতরে আসিয়া প্যাকেটগুলি নামাইয়া রাখিল

ছোকরা। বিলটা?

পরিতোষ। নকুলবাবু আপিস থেকে ফেরেন নি এখনও। বিলটা রেখে যান, কিম্বা কাল সকালে নিয়ে আসবেন। তাঁকে চেনেন তো?

ছোকরা। খুব চিনি, উনি হলেন আমাদের দোকানের পুরোনো খদ্দের। আগেকার বিলও বাকি আছে

কিছু। বেশ কাল সকালেই আসব। কুলির চারটে পয়সা দিয়ে দেবেন ?

পরিতোষ। আমি এ বাড়ির কেউ নই। নকুলবাবুর স্ত্রী খুব অসুস্থ, তাঁকে নিয়ে সবাই হাসপাতালে গেছেন। চারটে পয়সা ? আচ্ছা দেখি—

ব্যাগ বাহির করিয়া হাত ঢুকাইয়া শেষে উপুড় করিয়া দেখিলেন

না, নেই।

ছোকরা। আচ্ছা, আমরা দোকান থেকেই দিয়ে দেব এখন। নমস্কার।

কুলি ও ছোকরা চলিয়া গেল। জাম্বাক লইয়া ললিতা নামিয়া আসিল ও অনুরাগভরে তাহা পরিতোষের গালে লাগাইয়া দিল

ললিতা। সত্যি, বড্ড কেয়ারলেস তুমি (জিব কাটিয়া, মুচকি হাসিয়া) মানে, আপনি, ভুলে বলে' ফেলেছি, মাপ করবেন।

পরিতোষ কিছু বলিল না। প্যাকেট-গুলির প্রতি ললিতার নজর পড়িল

ললিতা। এসব কি আবার ?

পরিতোষ। নকুলবাবুর পূজোর বাজার বোধ হয়। প্যাকেটের

বছর দেখে মনে হচ্ছে, অনেক কিছু কিনেছেন ভদ্রলোক।

ললিতা। লজ্জাও করে না! ছ' মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি, পাড়ার মুদির দোকানে ধার—

পরিতোষ। কি করবেন বল, পূজার সময়ে কিনতেই হবে।

ললিতা। দেখি কি কি কিনলেন ভদ্রলোক।

বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল

এই চাঁপা রঙের শাড়িটা বোধ হয় টুনুর, আর এই লালটা রুণুর, এটা বোধ হয় স্ত্রীর জন্যে কিনেছেন, বাঃ, বেশ টেষ্ট আছে ভদ্রলোকের; এই থান-খানা বোধহয় দিদির জন্যে, এই সব ছোট ছোট পাঞ্জাবির কাপড় কার জন্যে?

পরিতোষ। ভাইপোদের জন্যে বোধ হয়, ওঁর এক দাদা আছেন শুনেছি।

ললিতা। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। সেখান থেকেও আজ চিঠি এসেছে বাড়িসুদ্ধ সবায়ের অসুখ না কি।

পরিতোষ। ভদ্রলোক নিজের জন্যে কিছু কেনেন নি দেখছি।

ললিতা। এটা কি?

কাগজের মোড়ক খুলিল

বাঃ চমৎকার শাড়িটা তো, কুঙ্কুমের জন্যে বোধ

হয়, এই হেলিওট্রোপ রঙে যা মানাবে ওই মেয়েকে—

ঠোঁট উলটাইয়া হাসিল। চায়ের পেয়ালা হস্তে গলি-পথ দিয়া কুঙ্কুম প্রবেশ করিল এবং পরিতোষের সম্মুখে চায়ের পেয়ালা রাখিল

পরিতোষ। (বিস্মিত) চা কেন ! চা আনতে তো বলি নি।

কুঙ্কুম। মা পাঠিয়ে দিলেন, চা-টা খান ততক্ষণ, হালুয়া আনছি।

পরিতোষ। হালুয়া ? আবার হালুয়া কেন ?

কুঙ্কুম কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া যাইতেছিল

ললিতা। নকুলবাবু তোমাদের কি সুন্দর পূজোর বাজার করেছেন দেখ।

কুঙ্কুম। মেজমামা এসেছেন না কি ।

পরিতোষ। না, পাঠিয়ে দিয়েছেন দোকান থেকে।

কুঙ্কুম। হাসপাতাল থেকে কেউ আসে নি ?

পরিতোষ। না

ললিতা। তোমার শাড়িটা কি সুন্দর দেখ।

কুঙ্কুম। থাক, পরে দেখব।

প্যাকেটগুলি গুছাইয়া ঘরে রাখিল ও তাহার পর গলি-পথে রান্নাঘরে চলিয়া গেল

পরিতোষ। তোমাদের পূজোর বাজার হয়নি এখনও ?

ললিতা। আমাদের ? (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না, হয় নি এখনও, বাবা ফুরসতই পাচ্ছেন না।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল

পরিতোষ। গানের কোন্ জায়গাটায় আটকাচ্ছে তোমার ?

ললিতা। সুদূর দূরে অসীম দূরে—ওই জায়গাটায়।

পরিতোষ। কেন, ওখানটা শক্ত কি এমন—

আস্তে আস্তে গাহিতে লাগিল

সুদূর দূরে অসীম দূরে
চলেছি ভেসে প্রাণের সুরে
অলখ পথে অচিন পুরে
অজানা হল পরম জানা
আজিকে সাকী মনের পাখী
আকাশ পানে মেলেছে ডানা

ললিতা। গানটা আপনার তৈরি ?

পরিতোষ। হ্যাঁ আমারই তৈরি, রবি ঠাকুরের নকল আর কি, আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও দেখি।

আস্তে আস্তে দুজনে গানটি গাহিতে লাগিল। কুঙ্কুম এক প্লেট হালুয়া লইয়া প্রবেশ করিল, পিছনে পিছনে দুর্গামণি

দুর্গামণি। হালুয়াটুকু খেয়ে নাও বাবা। (ললিতার দিকে

বিষদৃষ্টি হানিয়া) ললিতা, তোমার মা কেমন আছেন ?

ললিতা। মা ঘুমুচ্ছেন।

দুর্গামণি। মাকে একলা ফেলে রেখে নেমে এলে কেন মা, আমিও এমন একটু অবসর পাচ্ছি না যে কাছে গিয়ে বসি। (পরিতোষের দিকে চাহিয়া) উঃ. দুপুরে সে কি কাণ্ড, এদিকে বউ যায় যায়, ওদিকে ওর মায়ের ফিট! পরিতোষ, তুমি বাবা কুঙ্কুমের বাজনাটা শোন একবার, কুঙ্কুম গৎটা শোনা পরিতোষকে, আমি যাই দুধটা চড়িয়ে এসেছি।

চলিয়া গেল

পরিতোষ। কুঙ্কুম এস্রাজটা আন তা' হলে।

কুঙ্কুম ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল ও পরক্ষণেই বাহির হইয়া আসিল

পরিতোষ। কি হ'ল, এস্রাজ আনলে না ?

কুঙ্কুম। এস্রাজটা ওপরে আছে, নিয়ে আসি।

চলিয়া গেল

ললিতা। (মুচকি হাসিয়া) আমি তা হ'লে যাই, মায়ের সেবা করিগে, আপনি কুঙ্কুমকে বাজনা শেখান।

পরিতোষ। মা তো ঘুমুচ্ছেন, বস না।

পুনরায় গুন গুন করিয়া গান ধরিল

আজিকে সাকী মনের পাখী
আকাশ পানে মেলেছে ডানা
আপন হারা সুরের ধারা
মানে না বাধা মানে না মানা

ললিতা। মা এখনও ঘুমুচ্ছে ?

কুঙ্কুম। উঠেছেন

ললিতা। আমি যাই তা হ'লে।

পরিতোষ। বস না।

কুঙ্কুম। আমার কিন্তু এখন বাজাতে ইচ্ছে করছে না পরিতোষবাবু।

পরিতোষ। তা হলে দাও আমি বাজাই, এই গানখানাই বাজানো যাক, দাও দেখি, ললিতা, তাল দাও তো—তোমার তালটা ঠিক হয়েছে কি না দেখা যাক।

পরিতোষ এস্রাজ লইয়া গানখানা বাজাইতে লাগিল,—ললিতা তাল দিতে লাগিল, কুঙ্কুম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল

খানিকক্ষণ বাজনা চলিবার পর বাহিরের দ্বার দিয়া সতীশ আসিয়া প্রবেশ করিল

সতীশ। এই যে কনসার্ট বেশ জমে উঠেছে দেখছি!

বাজনা থামিয়া গেল

সতীশ। পরিতোষবাবু, একটা কথা জিগ্যেস করতে চাই আপনাকে, যদি কিছু মনে না করেন—

পরিতোষ। কি বলুন?

সতীশ। আপনি এখানে আসেন কেন?

পরিতোষ। আসি কেন মানে?

সতীশ। কি উদ্দেশ্যে আসেন?

পরিতোষ। এমনি বেড়াতে আসি।

সতীশ। বেড়াতে আসেন! আমাদের বাড়িটা কি পার্ক যে যখন খুসি বেড়াতে আসবেন? পার্কে বেড়াবারও একটা সময় অসময় আছে।

সকলের অলক্ষ্যে সিঁড়ির উপর যমুনা আসিয়া দাঁড়াইল

পরিতোষ। আমি আপনার কথাবার্ত্তা ঠিক বুঝতে পারছি না।

সতীশ। স্পষ্ট করে' বলব? কার হুকুমে আপনি এদের সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশা করছেন? কে আপনাকে যখন তখন এসে এদের গান শেখাবার জন্যে অনুরোধ করেছে?

যমুনা। (সিঁড়ির উপর হইতে) আমি।

সকলে সেদিকে ফিরিয়া চাহিল, যমুনা নামিয়া আসিল

যমুনা। পরিতোষ আমার বাল্যবন্ধু, আমি ওকে রোজ আসতে বলেছি ললিতাকে গান শেখাবার জন্যে ; আর কুঙ্কুমের মায়ের অনুরোধে ও দয়া করে কুঙ্কুমকে বাজনা শেখাচ্ছে। তোমার এতে আপত্তি আছে ?

সতীশ। আছে, যে কোন লোফারের সঙ্গে আমি আমার ভাইঝিকে মিশতে দিতে পারি না।

যমুনা। যারা নিজেরাই লোফার, তাদের সঙ্গে লোফার ছাড়া আর কে মিশবে বল।

সতীশ। আমরা লোফার ?

যমুনা। তা ছাড়া আর কি, ভাগ্যে পূর্ব্বপুরুষদের এই বাড়িটা ছিল তাই নিচের তলাটা ভাড়া দিয়ে কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন চলছে। তোমার দাদা যে পেনসন পান তাতে সংসার চলে না।

সতীশ। তার সঙ্গে পরিতোষবাবুকে বাড়িতে ঢোকানোর কি সম্পর্ক ?

যমুনা। এতদিন পরে আজ হঠাৎ ভাইঝির জন্যে এত

দরদ যে! (মুচকি হাসিয়া ও কুঙ্কুমের দিকে চাহিয়া) দরদটা যে কোথায় তা আমি জানি।
চল পরিতোষ, আমরা ওপরে যাই, ললিতা আয়।

যমুনা, পরিতোষ, ললিতা উপরে চলিয়া গেল। কুঙ্কুম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল

সতীশ। লোকটাকে দেখলেই আমার রাগ হয়।

কুঙ্কুম। কেন, উনি তো কখনও কোন অভদ্র ব্যবহার করেন নি। বরং—

সতীশ। কেন? তুমিও বলছ কেন!

বাহিরের দ্বার দিয়া সহদেবের প্রবেশ। পিছনে কুলির মাথায় একটা রেডিও

সতীশ। একি!

সহদেব। চাটুয্যে নিলে না রেডিওটা, আপিসে ফিরিয়ে দেবারও আর সময় নেই আজ। (কুলিকে) ওই টেবিলটার ওপর রাখ, আনা দুই পয়সা হবে সতীশদা, কাল দিয়ে দেব।

সতীশ পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া পয়সা দিল, কুলি পয়সা লইয়া চলিয়া গেল

সতীশ। আর তিন আনা বাকি রইল, এক প্যাকেট কাঁইচি হবে।

সহদেব। কুঙ্কুম এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস্, হেঁটে হেঁটে থকে' গেছি।

একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, কুঙ্কুম চলিয়া গেল

সহদেব। বৌদির সাড়া পাচ্ছি না যে, ছেলে হয়ে গেছে না কি ?

সতীশ। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

সহদেব। তাই না কি, কখন ?

সতীশ। দুপুরে।

সহদেব। খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল ?

সতীশ। খুব।

সহদেব। দাদা তো ছিল না—কে নিয়ে গেল ?

সতীশ। আমাব দাদা আর তোমার পিসেমশাই।

সহদেব। টুনু রুণু কোথা ?

সতীশ। তোমার বৌদিকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই আমি তাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে গোয়া-বাগানে রেখে এসেছি।

সহদেব। কেন ?

সতীশ। তা না হলে হাসপাতালে যেতে চাইত। এইবার গিয়ে নিয়ে আসতে হবে। রুণুটার আবার জ্বরও হয়েছে একটু।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল

সতীশ। রেডিওটা নিলে না ?

সহদেব। না। নিলে গোটা কয়েক টাকা পাওয়া যেত।

সতীশ। নিলে না কেন ?

সহদেব। পছন্দ হ'ল না। সকালে তোমার সঙ্গে শানাই শুনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল, ইতিমধ্যে আর একজন ক্যানভাসার এসে জুটেছে শুনলাম। আমাকে বললে—পছন্দ হল না, অথচ পছন্দ না হবার কি আছে এতে, কি চমৎকার ক্লিয়ার রিসেপশন, এই দেখুন না—

উঠিয়া গিয়া রেডিওটা লাগাইয়া দিতেই সেতারে বাগেশ্রীর আলাপ শোনা যাইতে লাগিল

সতীশ। দিল্লী ?

সহদেব। হাঁ, কি রকম ক্লিয়ার রিসেপশন দেখছেন !

রেডিও বাজিতে লাগিল। ললিতা উপর হইতে নামিয়া আসিল

ললিতা। কাকা, তোমার নামে দুপুরে এই চিঠিটা এসেছিল।

সতীশ। কি চিঠি ?

ললিতা। জানি না, খুলে দেখি নি, খাম।

চিঠি দিয়া উপরে চলিয়া গেল

সতীশ। (চিঠি পড়িয়া) যাক—

সহদেব। কি ?

সতীশ। একটা চাকরির জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, হ'ল না।

রেডিওতে বাগেশ্রীর আলাপ চলিতে লাগিল। উভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একটু পরে বাহিরের দ্বার দিয়া ফকিরবাবু প্রবেশ করিলেন

সহদেব। বৌদির খবর কি ?

ফকির আমি তো জানি না, আমি তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েই নিজের ধান্দায় বেরিয়েছিলাম। (সতীশকে) মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীটে সেই পাত্রটির খোঁজে গিয়েছিলাম, সকালে দেখা পাইনি।

সতীশ। কি হল ?

ফকির। নগদ পাঁচ হাজার টাকা চায়, গয়না পত্তর ছাড়া।

সতীশ। তাই না কি ?

ফকির। তবে আর বলছি কি। ওই পরিতোষেরই খোসামোদ করতে হবে, উপায় কি তাছাড়া।

গট গট করিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। রেডিওতে বাগেশ্রী বাজিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে সতীশ আস্তে আস্তে কথা কহিল

সতীশ। সহদেব !

সহদেব। কি ?

সতীশ। পালাই চল।

সহদেব। পালাব ? কোথায় ?

সতীশ। যে দিকে দু'চক্ষু যায়। জাহাজের খালাসি ফালাসি যা হোক হয়ে আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া যেখানে হোক পালাই চল, এ সমাজে বাস করার চেয়ে জঙ্গলে বাস করা ঢের ভাল।

সহদেব চুপ করিয়া রহিল। উত্তেজিত ভাবে কথা কহিতে কহিতে পরিতোষের পিছু পিছু ফকির সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন

ফকির। শোন শোন, চলে যাবে কেন তুমি, আমার কথাটা শোনই না।

পরিতোষ। না আমাকে মাপ করুন।

ফকির। (সতীশকে) তুমি একে অপমান করেছ ? এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার ! ভদ্রতা বলে একটা জিনিস নেই ? আমরা আসতে বলেছি বলেই ও আসে,

তুমি ওকে অপমান করবার কে! বাড়ির কর্ত্তা তুমি? ক্ষমা চাও, ক্ষমা চাও এক্ষুণি।

পরিতোষ। আহা, কি করেন ফকিরবাবু আপনি। আমি যাই, আমাকে যেতে দিন, সতীশবাবু কিছু মনে করবেন না, আমি চললাম—

বাহির হইয়া গেলেন

ফকির। লজ্জা করে না তোমার? কুটোটি নেড়ে উপকার করতে পার না, একটি পয়সা রোজকার করবার সামর্থ্য নেই, চিরটা কাল জোঁকের মত ঘাড়ে লেগে আছ, ভদ্রতা-জ্ঞানটা পর্য্যন্ত নেই, অতিথিকে অপমান করবে তুমি—

সিঁড়ির উপর ললিতাকে দেখা গেল

ললিতা। বাবা, শিগ্‌গির এস, মায়ের আবার ফিট হয়েছে।

ফকির। উঃ কি বিপদ।

হন্ত দন্ত হইয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।
সতীশ ও সহদেব নীরবে বসিয়া রহিল।
ক্ষণকাল পরে শিবাজী প্রবেশ করিল

শিবাজী। (আপন মনে) বাঘ-নখ, বাঘ-নখ চাই একটা, আফজল খাঁর নাড়ি ভুঁড়ি টেনে ছিঁড়ে বার

করব! আমার সঙ্গে চালাকী, বাঘের বাচ্চা আমি—

কোনদিকে না চাহিয়া সোজা উপরে উঠিয়া গেল। সহদেব একটু মুচকি হাসিল। সতীশ প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ বসিয়া রহিল। পিশামহাশয় প্রবেশ করিলেন

পিশামহাশয়। (এদিক ওদিক চাহিয়া) নকুল আপিস থেকে ফিরেছে?

সহদেব। না, বৌদির খবর কি?

পিসামহাশয়। মেয়ে দুটো কোথা?

সহদেব। গোয়াবাগানে, বৌদিদির খবর কি আগে বলুন না।

পিসামহাশয়। মারা গেছে।

সহদেব। মারা গেছেন? সে কি!

পিসামহাশয়। হ্যাঁ। পেটে প্রকাণ্ড এক মরা মেয়ে ছিল, কুলটা ছিল সামনের দিকে। আমার ঠাকুর্দ্দা যখন পাতিয়ালা ষ্টেটে ছিলেন তখন আমার ঠাকুরমার ঠিক এই রকম হয়েছিল শুনেছি। পাতিয়ালা ষ্টেটের চীফ মেডিক্যাল অফিসার নিজে চিকিৎসা করেছিলেন, নিজে স্বয়ং, কিন্তু (মাথা নাড়িলেন) বাঁচল না। এতে বাঁচে না।

সহদেব। হাসপাতালে বউদির কাছে আছে কে ?

পিশামহাশয়। কেউ না, তোমাদের ডাকতেই তো এসেছি :

সহদেব উঠিয়া পড়িল

সহদেব। চলুন তা হলে, সতীশদা উঠুন, দিদিকে খবরটা দেব, না থাক পরে দিলেই হবে, সতীশদা উঠুন—

সতীশ কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সহদেবের সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেল। পিসামহাশয় দাঁড়াইয়া রহিলেন

পিসামহাশয়। আর পারি না আমি, সমস্তটা দিন এক নাগাড়ে চলেছে। যাই যেতেই যখন হবে।

চলিয়া গেলেন। মিনিটখানেক পরে নকুল আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং নির্জ্জন ঘরটায় চুপ করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। সিঁড়ি দিয়া ফকির তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলেন

ফকির। সহদেব, স্মেলিং সল্ট্ আছে ? সহদেব কোথা গেল। (নকুলকে দেখিতে পাইয়া) নকুল, কখন ফিরলে ? ওকি, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে ?

নকুল। তাড়িয়ে দিলে, কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিলে।

ফকির। কে তাড়িয়ে দিলে ?

নকুল। সায়েব। চাকরিটা গেল।

নির্ব্বাক হইয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রেডিওতে বাগেশ্রীর আলাপ চলিতে লাগিল

তৃতীয় অঙ্ক

সাত দিন পরে। দৃশ্য পূর্ব্ববৎ। দালানের তক্তাপোশটাতে অসুস্থ রুণু জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য অবস্থায় শুইয়া আছে। টুনু মাথার শিয়রে বসিয়া জল-পটি দিয়া বাতাস করিতেছে। নকুল একটি টেবিলের ধারে দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পাশে টাইপরাইটার টাও রহিয়াছে

টুনু। বাবা, কাকা হাসপাতালে গেল কেন, মাকে আনতে ?

নকুল। না, ওষুধ আনতে।

টুনু। রুণুর জন্যে ?

নকুল। রুণুর জন্যেও আনবে নিজের জন্যেও আনবে।

টুনু। কাকার কি হয়েছে ?

নকুল। পা ফুলেছে দেখ নি।

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব

টুনু। মা কখন আসবে বাবা, সাতদিন হয়ে গেল মা

তো এখনও এল না; রুণুর জ্বরের খবর দিয়েছ মাকে ?

নকুল। না।

টুনু। দাও নি কেন, দিলে মা ঠিক চলে আসবে।

আবার উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব রহিল

টুনু। কাল পিসিমা কি বলছিল জান বাবা ?

নকুল। কি ?

টুনু। বলছিল—মা স্বর্গে গেছে। স্বর্গ কোথায় বাবা, হাসপাতালের কাছে কোনও জায়গা ?

নকুল। বেশী কথা বোলো না টুনু, রুণুর ঘুম ভেঙে যাবে এখুনি। জলপটিটা শুকিয়ে যায় নি তো দেখি—

উঠিয়া জলপটি ঠিক করিয়া দিলেন

টুনু। মাকে নিয়ে এস তুমি আজই।

নকুল কোন উত্তর না দিয়া কন্যার হাত হইতে পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন

টুনু। বাবা, তুমি আপিস যাচ্ছ না কেন আজকাল ?

নকুল কোন উত্তর দিলেন না

টুনু। মাকেও তো হাসপাতালে দেখতে যাচ্ছ না—

নকুল কোন উত্তর দিলেন না

বাহিরের দ্বার দিয়া পরিতোষ প্রবেশ করিল

নকুল। কে, ও পরিতোষ, এস বস।

পরিতোষ। আমি আপনার বিপদের কথা শুনেছি, কিন্তু, নানা কাজে এত ব্যস্ত ছিলাম যে আসতেই পারি নি। ওর জ্বর নাকি?

নকুল। হ্যাঁ, খুব জ্বর।

পরিতোষ। সতীশবাবুর কোন খবর পাওয়া গেল?

নকুল। না।

পরিতোষ। আশ্চর্য্য কাণ্ড, ভদ্রলোক কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন হঠাৎ—

নকুল। কি জানি (রুণুর গায়ে হাত দিয়া) উঃ জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

টুনু। দাও বাবা, আমি জোরে জোরে হাওয়া করি।

নকুল। না, থাক, আমি করছি।

পরিতোষ। সতীশবাবুর কোন খবর পাওয়া যায়নি তা হলে? আমি ব্যক্তিগতভাবে এজন্য কুন্ঠিত, ঠিক আগের দিনই সামান্য একটা কারণে ভদ্রলোকের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়ে গেল মিছিমিছি।

নকুল কোন উত্তর দিলেন না

দুর্গামণি প্রবেশ করিলেন

দুর্গামণি। টুনু, তুই খেয়ে নিগে যা; ললিতা তোর ভাত বাড়ছে, আমি কাপড়টা ছেড়ে ফেলি গে, ট্রেণের আর কত দেরি, পিসেমশাই কোথা গেলেন?

নকুল। গাড়ি ডাকতে গেছেন।

টুনু গলিপথ দিয়া রান্না ঘরে চলিয়া গেল

পরিতোষ। আপনারা কোথাও যাচ্ছেন না কি?

দুর্গামণি। সবাই নয়, আমি কুঙ্কুম আর পিসেমশাই চললাম অর্জ্জুনের কাছে; টেলিগেরাপ এসেছে আজ, সেখানে তাদের বাড়িসুদ্ধ সব অসুখে পড়েছে, মুখে জল দেবার লোক নেই। এখানে ললিতা আছে, দেখাশোনা করছে; ভারী নেটিপেটি মেয়েটি, বড় ভাল, পর বলে' মনেই হয় না।

পরিতোষ। কুঙ্কুমকে রেখে গেলেই পারতেন।

দুর্গামণি। ও আবার আমাকে ছাড়া একদণ্ড থাকতে পারে না বাবা, বিয়ে হলে ও মেয়ে যে কি করবে তাই ভাবি। তুমি একবার এসো না অর্জ্জুনের ওখানে বেড়াতে, নৈহাটি, বেশী দূর তো নয়।

পরিতোষ। দেখি সুযোগ পাইতো যাব।

দুর্গামণি। হ্যাঁ, এসো।

নকুল। ট্রেণের বেশী সময় নেই দিদি, কাপড় চোপড় যা পরবে—পরে নাও।

দুর্গামণি। হ্যাঁ, এই যে নি, কুঙ্কুমের জিনিসগুলোও গুছিয়ে নিতে হবে।

ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। কুঙ্কুম আসিয়া প্রবেশ করিল

নকুল। খাওয়া হয়ে গেল ?

কুঙ্কুম। হ্যাঁ, ললিতা-দি তোমারও ভাত বাড়ছে।

নকুল। আমার ? আমার এখন খিদে নেই।

কুঙ্কুম। যা পার চারটি খেয়ে নাও গিয়ে, কতক্ষণ হেঁসেল নিয়ে বসে থাকবে বেচারি।

নকুল। আমি খেয়ে নিলেই ওর ছুটি হয়ে যায় বুঝি; আচ্ছা, তা হ'লে যাই, তুই একে একটু হাওয়া কর্, আমি চট্ করে' খেয়ে আসি।

চলিয়া গেলেন। কুঙ্কুম বিছানায় বসিল

পরিতোষ। আজ তোমরা তা হ'লে চললে ?

কুঙ্কুম। হ্যাঁ।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল

পরিতোষ। যে গৎগুলো শিখিয়েছিলাম সেগুলোর চর্চ্চা রেখো।

কুঙ্কুম। আমার তো এস্রাজ নেই, ললিতাদির এস্রাজটা বাজাতাম আমি।

পরিতোষ। মানে, যদি কোন এস্রাজ পাও ওখানে, পেতেও তো পার।

কুঙ্কুম। সেজকাকার ওখানে যখন ছিলাম তখন যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয় তাঁর সখ ছিল ইংরেজি লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করার ; তাঁর সখ মেটাবার আশায় দিনকতক বি এল এ রে করে' চেঁচিয়েছিলুম। আপনার হুজুগে পড়ে দু-চারটে গৎও শিখলুম, এবার আর কারো পাল্লায় পড়ে হয় তো কার্পেট বোনা বা নাচ শিখতে হবে।

পরিতোষ। তুমি এসব জিনিস ঠিক ওই দৃষ্টিতে দেখ কেন কুঙ্কুম ?

কুঙ্কুম। অন্য কোন দৃষ্টিতে দেখতে শিখিনি।

একবাটি সাবু হাতে করিয়া ললিতা প্রবেশ করিল

ললিতা। কণু ঘুমুচ্ছে না কি, সাবু করে' আনলাম ওর জন্যে। পরিতোষবাবু কতক্ষণ এসেছেন ?

সেদিন যে রকম রাগ করে' গেলেন, ভাবলাম আর বুঝি আসবেনই না।

মুচকি হাসিয়া সাবুর বাটিটা টেবিলে রাখিয়া বই চাপা দিল

পরিতোষ। এসেছি নেমন্তন্ন করতে. কুস্কুম তো চলেই যাচ্ছে দেখছি।

ললিতা। কিসের নেমন্তন্ন ?

পরিতোষ। আমার বিয়ের। চন্দনার সঙ্গে পরশু দিন আমার বিয়ে।

ললিতার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল

কুস্কুম। আপনার বিয়ের! তবে যে সেদিন বললেন আপনার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই।

পরিতোষ। আমার সামর্থ্য নেই, চন্দনার বাবাই সামর্থ্য-সঞ্চার করেছেন! (একটু হাসিয়া) মোটা পণ এবং একটা চাকরি—

দুর্গামণি। (ঘরের ভিতর হইতে) কুস্কুম এলি, তোর কোথায় কি আছে গুছিয়ে নে, আমি কিছু খুঁজে পাচ্ছিনা।

কুস্কুম। যাই। চললাম পরিতোষ বাবু।

চলিয়া গেল

ললিতা। চন্দনার সমস্ত ইতিহাস জেনেও তাকে বিয়ে করতে প্রবৃত্তি হ'ল আপনার! টাকাটাই বড় হ'ল?

পরিতোষ। না জেনে বিয়ে করার চেয়ে জেনে বিয়ে করাই ভাল, এটা বিজ্ঞানের যুগ।

ললিতা। চন্দনা যদি আমাদের মতো গরীব হত, করতেন?

পরিতোষ। আমাব নিজের সামর্থ্য থাকলে কেবল ওই জন্যেই আপত্তি করতাম না।

উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল

পরিতোষ। ফকিরবাবু কোথা?

ললিতা। বাবা সকাল থেকেই বেরিয়েছেন, কাকাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন বোধ হয়।

পরিতোষ। আশ্চর্য্য, ভদ্রলোক গেলেন কোথা! যমুনা ওপরে আছে?

ললিতা। তিনি প্রমথবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছেন।

পরিতোষ। প্রমথবাবুটি কে?

ললিতা। আমি ঠিক জানি না, দাদা বলছিলেন।

পরিতোষ। প্রমথ বলে' ওর কোন দাদা আছে বলে' তো মনে পড়ছে না, ওদের বাড়ীর সকলকেই তো চিনি।

ললিতা চুপ করিয়া রহিল

পরিতোষ। প্রমথবাবুর সঙ্গে কোথায় গেছে?

ললিতা। ঠিকানা জানি না। শুনলাম প্রমথবাবুর বাসায় আজ সমস্ত দিন থাকবেন, সন্ধ্যেবেলা সিনেমা দেখে তারপর ফিরবেন।

পরিতোষ। তা হলে তার জন্যে অপেক্ষা করা বৃথা। কার্ড-খানা রেখে যাই তা হলে, দিয়ে দিও তোমার বাবাকে। আর তোমরা সবাই যেও, বুঝলে?

ললিতা। চেষ্টা করব।

পরিতোষ। নকুলবাবুকেও এই কার্ডখানা দিয়ে দিও, আমার আর বসবার সময় নেই, অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে।

দুইখানি রঙীন নিমন্ত্রণপত্র বাহির করিয়া ললিতাকে দিল

আচ্ছা, চলি তাহলে এখন। নিশ্চয় যেও তোমরা।

চলিয়া গেল। ললিতা নির্ব্বাক হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল, তাহার পর সহসা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। বাহিরের দ্বার দিয়া শিবাজী প্রবেশ করিল। পদশব্দ শুনিয়া ললিতা নিজেকে সামলাইয়া লইল

শিবাজী। (চুপি চুপি) ললিতা, একটা ঝুড়ি দিতে পারিস ? বেশ বড় মজবুত-গোছের একটা ঝুড়ি ?

ললিতা। কি হবে ?

শিবাজী। (চুপি চুপি) পালাতে হবে, ঝুড়ির ভেতর লুকিয়ে পালাতে হবে ! ঔরঙ্গজেবের বন্দী হয়ে আজীবন বাস করব বলতে চাস ?

ললিতার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিয়া গেল। নকুল ফিরিয়া আসিলেন। ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইল

ললিতা। খাওয়া হয়ে গেল আপনার এর মধ্যে ; আমি যাচ্ছিলাম এখনি।

নকুল। না, আমার আর কিছু লাগত না। তুমি বরং টুনুকে একটু দুধ দিয়ে এস, আর দেখ (একটু ইতস্তত করিয়া) একটু মেখে-চেখে ওকে খাইয়ে দিতে পার যদি ভাল হয়, ওর মা ওকে খাইয়ে দিত।

ললিতা। আমিও খাইয়ে দিচ্ছি গিয়ে। পরিতোষবাবু এই চিঠিখানা দিয়ে গেলেন।

নিমন্ত্রণ পত্রখানা দিয়া চলিয়া গেল। নকুল পড়িয়া দেখিলেন এবং চুপ করিয়া

বসিয়া রহিলেন। বাহিরের দ্বারে সর্ব-মঙ্গলা ষ্টোরের সেই ছোকরা আসিয়া দাঁড়াইল

ছোকরা। বিলটা এনেছি, যাদববাবু বললেন—

নকুল। এখন আমার বড় বিপদ, কিছুদিন পরে এসো ভাই।

ছোকরা। বেশ, কোন্ তারিখে আসব বলুন ?

নকুল। তারিখ ? আচ্ছা আমি ওবেলা যাদববাবুর সঙ্গে দেখা করব।

ছোকরা। আচ্ছা।

চলিয়া গেল। পিসামহাশয় প্রবেশ করিলেন

পিসামহাশয়। তোমাদের এ কোলকাতা শহর রাজধানী না ঘোড়ার ডিম! একটা ভাল ঘোড়ার গাড়ী পাবার জো নেই। উঃ, এইটুকু রাস্তা মাত্র এসেছি, মনে হচ্ছে শরীরের সমস্ত কবজাগুলো ঢিলে হয়ে গেছে যেন। উফ্! আমার ঠাকুরদার ক্রুহামখানায় চড়লে টেরই পাওয়া যেত না যে গাড়িতে চড়েছি। কই দুর্গা, তোদের হল, ট্রেণের আর বেশী দেরি নেই।

দুর্গামণি ও কুঙ্কুম যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়া আসিল

দুর্গামণি। আমাদের হয়ে গেছে। গাড়ি ডেকেছেন ?

পিসামহাশয়। ডেকেছি। গাড়ি এ গলিতে ঢুকল না।

দুর্গামণি। আমাদের জিনিসপত্তরগুলো কে নিয়ে যায় তা হলে ?

পিসামহাশয়। কে আর নিয়ে যাবে, (নকুলের দিকে চাহিলেন) পাঁস ফেলতে ভাঙাকুলো আমি তো আছিই ; কই কি জিনিস আছে দেখি।

দুর্গামণি, কুঙ্কুম ও পিসামহাশয় ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। নকুলও নীরবে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। একটু পরেই আবার সকলে বাহির হইয়া আসিলেন। পিসামহাশয়ের এক হাতে একটা রং-চটা স্নটকেস, আর এক হাতে প্রকাণ্ড একটা পুঁটুলি। নকুলের হাতেও একটা স্নটকেস, তাহার কলটা সম্ভবত খারাপ, সেটা দড়ি দিয়া আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। দুর্গামণি, কুঙ্কুম প্রত্যেকেরই হাতে পুঁটুলি। দুর্গামণি যাইবা-পূর্ব্বে ঘুমন্ত রঞ্জুর চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন

দুর্গামণি। ভাল হয়ে যাবে মা ষষ্ঠীর কৃপায়, কোন ভয় করিস নি। ও ভাল হয়ে গেলে ওদের দুজনকে নিয়ে তুই বরং নৈহাটি যাস।

নকুল নীরব

টুনু খাচ্ছে বুঝি, থাক তাকে এখান থেকেই আশীর্ব্বাদ করছি, যেতে দেখলে এখুনি আবার ষ্টেশনে যাবার জন্যে কাঁদাকাটা করবে।

সকলে একে একে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। একটু পরেই ফকিরবাবু প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতে একখানা খবরের কাগজ। ললিতাও রান্নাঘর হইতে আসিল

ফকির। ললিতা, তোমার মা ফিরেছেন?

ললিতা। মা তো সন্ধ্যের সময় সিনেমা দেখে তবে ফিরবেন।

ফকির। তাই বলে গেছেন নাকি?

ললিতা। হ্যাঁ।

ললিতা ঘরে ঢুকিয়া একটা টিনের কৌটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিল

ফকির। ওটা কি?

ললিতা। চিনির টিন, টুনুকে দুধভাতটা খাইয়ে আসি।

চলিয়া গেল। নকুল ফিরিয়া আসিলেন

ফকির। ওরা সব চলে গেল?

নকুল। হ্যাঁ।

ফকির। রুণু কেমন আছে?

নকুল। খুব জ্বর—

ফকির। ওষুধ পড়েছে কিছু?

নকুল। সহদেবকে হাসপাতালে পাঠিয়েছি, এখনও ফেরেনি। সতীশের কোন খোঁজ পেলেন?

ফকির। কিছু না। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছি, দেখ তো ছবিটা থেকে ঠিক চেনা যাচ্ছে কি না—

নকুলকে কাগজটা দিলেন

নকুল। তা যাচ্ছে।

নকুল কাগজের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। ফকির চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ফকির। (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) আমি সমস্ত বুঝচি, তোমাকে বলা বৃথা তা-জানি, তবু বলতে হচ্ছে—

নকুল খবরের কাগজে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন,

হাতে টাকা আছে তোমার? ভাড়া কিছু দিতে পারবে? আমি এখন চাইতাম না, কিন্তু বাধ্য হয়ে চাইতে হচ্ছে; মানে (নিম্ন কণ্ঠে) এরা কেউ জানে না, এই বাড়িটা মর্টগেজ রেখে কিছু টাকা ধার নিয়েছি আমি, তারা সুদের জন্যে এখন ভয়ানক তাগাদা লাগিয়েছে, বলছে এখন সুদ না দিলে কম্পাউণ্ড ইনটারেষ্ট দিতে হবে। তা ছাড়া এই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটা দিতে হ'ল এদেরও লম্বা বিল হবে একটা, চেনাশোনা ছিল বলেই ধারে ছেপেছে।

নকুল। শ্রাদ্ধটা হয়ে যাক, মৃণ্ময়ীর গয়না যা দু-একটা আছে বিক্রি করে যার যা পাওনা আছে সব চুকিয়ে দেব।

ফকির লাল খামখানা সহসা দেখিতে পাইলেন

ফকির। 'শুভ বিবাহ'—এ আবার কি?

নকুল। পরিতোষের বিয়ে, নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল।

ফকির। পরিতোষের বিয়ে! সে কি! আমি যে তার ওপর ভরসা ক'রে—

চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন ও একদৃষ্টে নিমন্ত্রণ পত্রটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সহদেব প্রবেশ করিল

সহদেব। উঃ, কি ভিড় হাসপাতালে!

নকুল। তোকে দেখে কি বললে?

সহদেব। বললে বেরিবেরি হয়েছে। তেল আর ভাত খেতে মানা, জাঁতায় পেষা আটার রুটি, ঘিয়েব রান্না তরকারি, টমাটো, মুগের ডাল ভিজোনো, কমলালেবু, মাখন, ইস্ট, এই সব খেতে হবে। আর প্রকাণ্ড একটা ইনজেকশনের ফর্দ দিয়েছে, ভিটামিন আর ক্যালসিয়ামের, দাম জেনে এলাম পনর টাকা! যত সব বোগাস!

নকুল। রুণুর ওষুধ এনেছিস?

সহদেব। অনেক মারামারি ক'রে তিনদাগ সিনকোনা পেয়েছি। কুইনিন দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে নাকি। এই নাও।

টেবিলের ওপর শিশিটা রাখিল

আমার বড় ক্লান্ত লাগছে, শুইগে যাই।

ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। নকুল
ও ককির নিঃশব্দে বসিয়া রহিল

নেপথ্যে বিনয়। নকুলদা, বাড়ি আছ?

নকুল। আছি, ভেতরে এস।

বিনয় প্রবেশ করিল

বিনয়। একটা সু-খবর আছে, আমাদের আপিসের টাইপিষ্ট জগৎবাবুর বেরিবেরি হয়েছিল জান তো, সে হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মারা গেছে কাল রাত্তিরে। সায়েব নাকি বলেছে তুমি একজন ওলড্ হ্যাণ্ড, তুমি যদি অ্যাপ্লাই কর, তোমাকে নেওয়া হবে। বড়বাবু বললেন তুমি এক্ষুণি দরখাস্ত লিখে নিয়ে আপিসে সায়েবের কাছে চলে যাও।

নকুল। (পুলকিত) তাই নাকি?

তাড়াতাড়ি টাইপরাইটারে কাগজ
পরাইতে লাগিলেন

বিনয়। তোমাকে এই খবরটা দেবার জন্যে বড়বাবু আপিস থেকে পাঠালেন আমাকে। আমি চলি, তুমি শিগগির এস।

নকুল। হাঁ যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি আমি।

দ্রুতবেগে টাইপ করিতে লাগিলেন।
ফকির চুপ করিয়া লাল খামটার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। টুনুকে কোলে করিয়া ললিতা প্রবেশ করিল

ললিতা। চল তোমাকে ওপরে ঘুম পাড়িয়ে দিই গে, এখানে অসুখের বিছানায় তোমাকে আর বসতে হবে না।

উপরে উঠিয়া গেল

ফকির। নকুল, তোমাকে একটি কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো?

নকুল। কি বলুন?

ফকির। তোমাকে দু'দিন পরে বিয়ে করতেই হবে; তা না হলে, তোমার ওই কচি মেয়েদের দেখবে কে বল, তুমি আমার মেয়ে ললিতাকেই বিয়ে কর না—

নকুল একবার ঘাড় ফিরাইয়া ফকিরকে দেখিলেন, তাহার পর আবার টাইপ করিতে লাগিলেন।
ফকির বলিয়া চলিলেন

নগদ টাকা আমার কিছু নেই, কিন্তু আমার

ওই একটি মাত্র মেয়ে, আর সন্তান হবার সম্ভাবনাও নেই আমার, এ বাড়ি-ঘর-দোর সব তোমরই থাকবে, কন্যাদায় থেকে উদ্ধার কর আমাকে তুমি ভাই।

তাহার হাত চাপিয়া ধরিতে গেলেন, কিন্তু টাইপরাইটারে নকুলের দুটি হস্তই আবদ্ধ বলিয়া পারিলেন না। ঘুমন্ত কণা অস্ফুট কণ্ঠে 'মা' 'মা' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। ফকির সাগ্রহে নকুলের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। নকুল কোন উত্তর দিলেন না, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দ্রুত খট খট শব্দে টাইপ করিয়া যাইতে লাগিলেন

যবনিকা